শ্রী গৌরগোপাল বিদ্যাবিনো

সপ্তসাথী
বাণি.

(স্ত্রীভূমিকা-বর্জ্জিত পৌরাণিক কিশোর-নাট্য)

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

এস্, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স
১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা।

দাম—ছয় আনা

—প্রকাশক—

শ্রীসলিলকুমার মিত্র, এস্, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স

১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা।

—চরিত্র—

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, সুষেণ,

রাবণ, কালনেমি, ভগ্নদূত, প্রতিহারী,

বানরসৈন্যগণ, রাক্ষসসৈন্যগণ, কিন্নরগণ।

প্রিণ্টার—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সিংহ, লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ

১৪নং জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা।

—নিবেদন—

"লক্ষ্মণের শক্তিশেল" রামায়ণের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম। এরূপ বীরত্ব-দীপ্ত, অথচ . হৃদয়গ্রাহী ঘটনা সত্যই বিরল। সেই ঘটনা অবলম্বন করেই আমি এই কিশোর-নাট্যখানি রচনা করেছি। রাম, লক্ষ্মণের চরিত্র নিয়ে রচিত নাটক আমাদের দেশের ছেলেদের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস। বিশেষতঃ এই নাটিকা খানির মধ্যে যে বিষয়-বস্তুটিকে রূপ দেওয়া হয়েছে,— কিশোর-চিত্ত আকৃষ্ট করবার পক্ষে তার উপযোগিতা বোধহয় কা'রও অস্বীকার্য্য নয়। অল্প-পরিসরের মধ্যে রূপ দিতে হলেও রূপায়িত বিষয়ে যাতে কোনরূপ অসঙ্গতি বা অপূর্ণতা না থাকে, আমি সে-দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রেখেছি। তা'ছাড়া নাটকটি যাতে কিশোরদের অভিনয়োপযোগী হয় এবং ছেলেরা যাতে সহজেই এর সুষ্ঠু অভিনয় করে দর্শকগণকে মুগ্ধ করতে পারে তার জন্য আমি নাটকীয় দৃশ্য-কল্পনা, ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংলাপের মধ্যে যথোচিত যত্ন এবং সতর্কতা অবলম্বন করতেও ত্রুটি করিনি। এক্ষণে দেশের কিশোর সম্প্রদায় নাটকটি পড়ে এবং অভিনয় করে প্রীতি লাভ করলেই আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করবো। ইতি—

বৈশাখী পূর্ণিমা ১৩৪৮ ।
৮৭, গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বিনীত-
শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

উৎসর্গ

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ

শ্রীযুক্ত লোচনানন্দঠাকুর আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য,

কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় করকমলে-

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লঙ্কা—প্রাসাদ-কক্ষ

(চিন্তিতভাবে রাবণ পাদচারণা করিতেছিলেন)

রাবণ—নিকুম্ভিলা মহাযজ্ঞ করি সমাপন,
আজি রণে ইন্দ্রজিৎ করিবে প্রবেশ।
দেবতা-বিজয়ী পুত্র, বীর-চূড়ামণি,—
দুর্ণিবার শক্তিশালী, প্রচণ্ড-প্রতাপ,
যথারীতি পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্ঞানলে,
লভিয়া আশীষ শিরে ইষ্ট-দেবতার,
পশে যদি সংগ্রাম-মাঝারে ;

কার সাধ্য তাহারে জিনিবে ?
দেব-দৈত্য-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর,—
নর কি বানর—
ত্রিভুবনে হেন কেহ নাই—
নিকুম্ভিলা-বরদৃপ্ত ইন্দ্রজিতে নিবারে সমরে !
আরে-রে রাঘব !
ভ্রাতৃদ্রোহী বিভীষণে লভিয়া সহায়,
গৃহছিদ্র যত মোর জানি তার পাশে,—
একে একে বহু রক্ষোবীরে—
করেছিস্ নিধন সংগ্রামে !
কিন্তু আজি মেঘনাদ-রণে,—
সহ ভ্রাতা, সহ তোর বানর-কটক,—
মৃত্যু তোরে বরিতে হইবে।
ঘরভেদী বিভীষণ !
রে দুর্ম্মতি, ভণ্ড শয়তান !
যোগ্য শাস্তি দেব আমি তোরে !
—দুর্দ্দশা হেরিয়া তোর,
যেন আর কেহ—কোন দিন—
ভ্রাতৃসনে করিয়া বিরোধ—
শত্রুপক্ষে নাহি দেয় যোগ !
আর সীতা ! দুর্বিনীতা নারী !
তোর পরিণাম—

(সহসা নেপথ্যে "জয় রামচন্দ্রের জয়" "জয় মহাবীর সৌমিত্রির জয়"—ইত্যাদি প্রচণ্ড কোলাহলে রাবণ চমকিয়া উঠিলেন)

এ-কি ?···একি ?
সহসা আকাশ-ভেদি' ওঠে কেন রাম-জয়-নাদ ?
ওঠে কেন "সৌমিত্রির জয় ?"
রাক্ষসে-বানরে তবে বেধেছে কি রণ ?
কোথা ইন্দ্রজিৎ ?
যজ্ঞাগারে ? কিম্বা রণাঙ্গণে ?

(নেপথ্যে আবার—জয় মহাবীর সৌমিত্রির জয়)

ঐ-ঐ-আবার,—আবার,—
আকাশ বিদীর্ণ করি,
কপি-কণ্ঠে ঘোষিতেছে, লক্ষ্মণের জয় !
কেন কর্ণে নাহি পশে রক্ষঃ-আস্ফালন ?
কি ঘটিল সহসা আবার ?

(ব্যস্তভাবে ভগ্নদূতের প্রবেশ)

ভগ্নদূত—মহারাজ ! মহারাজ !

রাবণ—কি সংবাদ ভগ্নদূত !···তোমাকে এত চঞ্চল দেখাচ্ছে কেন ?···কি হয়েছে ?···যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ কোথায় ? তার যজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছে ত ? না, সে এখনও যজ্ঞাগারে ? বল, বল, শীঘ্র বল।

ভগ্নদূত—লঙ্কেশ্বর !···বড়ই দুঃসংবাদ ! ব'ল্‌তে কণ্ঠে ভাষা যোগাচ্ছে না,—সর্ব্বশরীর থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠ্‌ছে !···অভয় দিন, মহারাজ, সে সংবাদ দিতেও শঙ্কায় আমার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে আস্‌ছে।

রাবণ—বল,—শীঘ্র বল। তোমার কোন ভয় নাই। নির্ভয়ে বল—তোমার সংবাদ কি ! আমি আর স্থির হ'তে পার্‌ছি না। বল—বল !

ভগ্নদূত—রক্ষোরাজ ! যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে যেমনি যজ্ঞাসনে ব'সেছেন ; অমনি হঠাৎ আপনার কুলাঙ্গার ভাই বিভীষণ—রামানুজ লক্ষ্মণকে সঙ্গে করে যজ্ঞস্থলে এসে প্রবেশ কর্‌লেন। সেখানে প্রবেশ করেই বিভীষণের ইঙ্গিতমত লক্ষ্মণ যুবরাজকে আক্রমণ ক'র্‌লে।··· যজ্ঞ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'র্‌বার জন্য যুবরাজ খুল্লতাত বিভীষণের নিকট বহু মিনতি জানালেন,—বিভীষণ কোন মতেই সম্মত হলেন না। এমন কি একবার অস্ত্রাগারে গিয়ে অস্ত্র নিয়ে আসবার জন্যও যুবরাজকে পথ ছেড়ে দিলেন না। তখন একান্ত নিরুপায় হ'য়েই যুবরাজ—যজ্ঞীয় দ্রব্যসকলের সাহায্যে লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আরম্ভ ক'র্‌লেন। কিন্তু—কিন্তু—লঙ্কেশ্বর !

রাবণ—(অত্যন্ত অধৈর্য্যভাবে) কিন্তু—কিন্তু কি ? বল, বল, তারপর কি হ'লো ? সেই অস্ত্রহীন যুদ্ধে—

ভগ্নদূত—সেই অস্ত্রহীন যুদ্ধে যুবরাজ শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেন না।...লঙ্কেশ্বর! আর শুনে কাজ নেই! যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ, রক্ষকূল-চূড়া ইন্দ্রজিৎ—আর জীবিত নাই।

রাবণ—(দারুণ মর্ম্মাহতভাবে)

উঃ!...শত বজ্র পড়িল মাথায়!
পঞ্জরাস্থি হ'লো বিদীরণ!
মর্ম্ম-তন্ত্রী ছিঁড়ে গেল মোর!
ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রজিৎ,
কূলের গৌরব মোর, বীর-চূড়ামণি!
সত্যই কি ত্যজি মোরে করেছ প্রয়াণ ?
রাক্ষস-কুলের নিধি, রাবণের প্রাণ—
মন্দোদরী-বক্ষ-রত্নহার,—
কার অভিশাপে মোরা
হারাইনু তোমারে অকালে ?
হায়, হায়, এ-দুরন্ত কাল-রণে,
কার পানে চেয়ে বুক বাঁধিব সাহসে ?
ইন্দ্রজয়ী পুত্র মোর,
তুমি ছিলে রাবণের একমাত্র আশা ও ভরসা!
গভীর আঁধারে লঙ্কা ছাইয়া অকালে

কোথা গেলে প্রাণাধিক,
কোথা গেলে রাবণের আশার পাদপ ?
না, না, না, এ-ও কি সম্ভব ?
সামান্য নরের হাতে মরিয়াছ তুমি !
বিশ্বাস না হয় মোর ;
আমি বুঝি শুনিয়াছি ভুল,—
না, না, স্পষ্ট কণ্ঠে বলিয়াছে দূত,—
অস্ত্রহীন যুদ্ধে তুমি—
মরিয়াছ কাপুরুষ লক্ষ্মণের হাতে !
বিভীষণ মানেনি মিনতি তব,—
সুগম করিয়া দেছে তব মৃত্যু-পথ !
উঃ, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল প্রাণ !
পুত্রবধূ সতীসাধ্বী প্রমীলা আমার—
বিধবার বেশে যবে দাঁড়াবে সম্মুখে,—
শুধাবে আমারে,—
'পিতা, কোথা বীরপুত্র তব রক্ষকূল-চূড়া ?'
কি উত্তর প্রদানিব তায় ?
ওহো-হো প্রাণ ফেটে যায়,—
কল্পনা করিতে তার বৈধব্যের বেশ !

(নেপথ্যে পুনরায় "জয় রামচন্দ্রের জয়, জয় মহাবীর সৌমিত্রির জয়।")

রাবণ—(সহসা ক্রোধোদ্দীপ্ত ভাবে)—

রে সৌমিত্রি, কাপুরুষ, ক্ষত্রকুল-কালী !
অস্ত্রহীন যোধে বধি, অন্যায় সমরে,—
জয়মদে হ'য়েছ উন্মাদ !
থাম্, থাম্ মরেনি রাবণ !
ইন্দ্রজিতে বধি' রণে
যে অনল জ্বেলেছিস অন্তরে তাহার,—
শিখা তার ভস্মীভূত করিবে রে তোরে।
অগ্রে কাটি তোর মুণ্ড, পশ্চাৎ রামের,—
জ্বলন্ত অনল-মাঝে করিব নিক্ষেপ।
গৃহশত্রু বিভীষণ !
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ নষ্ট করিয়া কৌশলে
স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রে তুই করিলি নিধন ;—
তোর জিহ্বা করি উৎপাটন,—
খণ্ড খণ্ড করি তোর প্রতি অঙ্গ, আমি
প্রতিশোধ লইব নিশ্চয় !
ভগ্নদূত ! ভগ্নদূত !
এই দণ্ডে করহ প্রচার,—
নিজে আজি লঙ্কেশ্বর যাইবে সংগ্রামে।
নিভাইবে পুত্রশোকানল
সৌমিত্রির উত্তপ্ত শোণিতে।
সাজুক বাহিনী শীঘ্র চতুরঙ্গ সেনা,—

বাজুক সঘনে রক্ষঃ-সমর-দামামা !
দেব-দৈত্য মহাত্রাসে উঠুক কাঁপিয়া,
হেরি' আজি রাবণের রণ-অভিযান !
···যাও, শীঘ্র দাঁড়ায়ো না আর।

ভগ্নদূত—যথা আজ্ঞা মহারাজ !

(প্রস্থান)

রাবণ—রে লক্ষ্মণ !
কাল তোরে করেছে স্মরণ !
যেথা গেছে ইন্দ্রজিৎ,
তোরে সেথা পাঠাব নিশ্চয় !
পুত্রশোকে যে অনল জ্বেলেছিস বুকে ;
তোর রক্ত বিনা তাহা কভু নিভিবে না !

[সরোষে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমুদ্র তীর—রাম-শিবির

শিবির মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ। শিবির-সম্মুখে বানর-সৈন্যগণ রামের জয়গান করিতেছিল :—

(গীত)

জয় রাম ! জয় রাম ! জয় রাম !!
রঘুকুল-পতি, অগতির গতি
সুন্দর নয়নাভিরাম !!
ধন্য গুণগ্রামে ছাইল দিগন্ত,
ফুটিল বিশ্বে মহিমা অনন্ত ;
রাক্ষসে বধিতে, নামিলে মহীতে,—
ধনুর্দ্ধারী ওহে নব-ঘন-শ্যাম ॥
জয় রামানুজ লক্ষ্মণ জয়,
বধি মেঘনাদে নিবারিলে ভয়,
রাম-গত-প্রাণ, প্রবীর, মহান্
প্রিয়-দরশন বহুগুণ-ধাম ॥

রাম—কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব লক্ষ্মণে,
ভাষা খুঁজে নাহি পাই তার।
প্রাণাধিক কনিষ্ঠ আমার,—
মোর তরে, আজীবন আপনারে দিয়াছে বিলায়ে!
নিজস্ব বলিতে তার রাখেনি সে কিছু।

নহে শুধু ধরাধামে,—অমরা-মাঝেও
সুদুর্ল্লভ হেন ভ্রাতৃলাভ।
দেবত্রাস ইন্দ্রজিৎ পড়িয়াছে রণে,—
সে কেবল লক্ষ্মণের সাধনার বলে!
রাবণের মেরুদণ্ড ভেঙেছে লক্ষ্মণ;—
সীতার উদ্ধার লাভ সম্ভব এবার।
বাঁচিয়া থাকিতে ইন্দ্রজিৎ,
রাবণের পরাজয় ছিল অসম্ভব!
আর তুমি—মিত্র বিভীষণ!
তব পাশে চির-ঋণী রাম।
তুমি যদি নাহি হতে সহায় আমার—
আশা ও ভরসা মোর ডুবিত অতলে।
রাক্ষস-কূলের নিধি, পরম ধাম্মিক,
বহু ভাগ্যে তব সম মিত্র লভিয়াছি।
আমার জয়ের তরে,—
রাবণের ধ্বংসের কারণ,
পুত্রেরও মমতা তুমি করিলে বর্জ্জন।
কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের যদি পাই দিন,
মনোআশা পূরাব তাহ'লে!

বিভীষণ—হে রাঘব!
লজ্জিত করোনা মোরে অযথা বাড়ায়ে।
রক্ষোকুলাধম আমি অনার্য্য-সন্তান,

আমারে যে মিত্রতার দেছ অধিকার ;
এই মোর বহু ভাগ্যফল !
ধরমের জয়, আর অধর্ম্মের ক্ষয়
এ জগতে চিরদিনই হয়।
দেব-দ্বিজ-নিপীড়ক ঘোর অত্যাচারী
জ্যেষ্ঠ মোর—বহুদিন হতে,—
মদ-গর্ব্বে করিয়াছে বহু পাপাচার।
এবে তার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে।
গেছে অতিকায়, গেছে বীরবাহু,
গিয়াছে তরণীসেন,—
গেল ইন্দ্রজিৎ ;
একে একে আশা-দীপ নিভিতেছে তার।
ধ্বংস তার এসেছে ঘনায়ে।
চিন্তা ছিল গুরুতর ইন্দ্রজিৎ-তরে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে
অতর্কিতে না বধিলে তারে
সব আশা পণ্ড হ'তো তাহার কারণ !
মরিয়াছে ইন্দ্রজিৎ,—এই দুঃসংবাদ,
যেইক্ষণে পশিয়াছে রাবণের কানে,
সেইক্ষণে শক্তি তার টুটেছে অর্দ্ধেক।

(সহসা নেপথ্যে—"জয় লঙ্কেশ্বর রাবণের জয়। জয় রক্ষোরাজ রাবণের জয় !")

রাম—(চকিতভাবে) একি, একি, কেন কোলাহল ?
সহসা উঠিল কেন রাবণের জয় ?
রক্ষোবীর আর কেহ—
পশিল কি সংগ্রাম-মাঝারে ?
মিত্র বিভীষণ ! যাও, যাও,
ত্বরা করি দেখ আশু হোয়ে
আসিয়াছে পুনঃ রণে কোন্ রক্ষোবীর !

লক্ষ্মণ—আমি যাইতেছি।
মিত্র বিভীষণ !
রহ তুমি শিবিরেতে শ্রীরামের পাশে।
সংবাদ লইয়া শীঘ্র ফিরিতেছি আমি।

(লক্ষ্মণ গমনোদ্যত—এমন সময় ব্যস্ততার সহিত জনৈক বানর-সৈন্যের প্রবেশ।)

বানর-সৈন্য—রঘুনাথ, রঘুনাথ ! সংবাদ ভীষণ ! পুত্র-শোকে উন্মত্ত হ'য়ে রক্ষোরাজ রাবণ স্বয়ং রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। কালান্তক যমের মত অসংখ্য বানর-সৈন্য বিনাশ কর্‌তে কর্‌তে তিনি প্রচণ্ড গর্জ্জনে. দুর্ব্বার তেজে শিবিরের দিকে ছুটে আস্‌ছেন। উঃ ! কি সাংঘাতিক তাঁর মূর্ত্তি, চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। কপিরাজ সুগ্রীব নিজে তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রচণ্ড জাঠার আঘাতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন।...

মহাবীর হনুমান্—তাঁর পশ্চাৎ যুবরাজ অঙ্গদ তাঁকে নিবারণ কর্‌বার জন্য অগ্রসর হয়েছেন।

রাম—মিত্র বিভীষণ!

বিভীষণ—আমি পূর্ব্ব থেকেই জানি প্রভু, রাবণ পুত্র-শোকে উন্মত্ত হয়ে স্বয়ং রণাঙ্গণে ছুটে আস্‌বেন। কৃতান্তের চেয়েও তাঁর মূর্ত্তি হবে ভয়ানক,—মহা ঝটিকার মতই তাঁর গতি হবে প্রচণ্ড! মৃত্যুর মতই তিনি হবেন নিষ্ঠুর, করাল, ভয়ঙ্কর! তাঁর এই রণোন্মাদনার সম্মুখে দাঁড়াবার মত শক্তি দেবতাদেরও নেই। খুব সাবধানে—প্রভূত দক্ষতায়, তাঁর এই আক্রমণে বাধা দিতে হবে।

(নেপথ্যে—"জয় রক্ষোরাজ রাবণের জয়!
জয় রঘুবীর শ্রীরামের জয়।")

রাম—ঐ—ঐ

বাধিয়াছে মহারণ রাক্ষসে-বানরে।
শোন মিত্র বিভীষণ!
লক্ষ্মণে লইয়া সাথে
রক্ষা তুমি করহ শিবির।
উন্মত্ত রাক্ষসরাজে নিবারিতে চলিলাম আমি।
আক্রমণ ব্যর্থ তার নিশ্চয় করিব।

(প্রস্থানোদ্যত—লক্ষ্মণের বাধা দান)

লক্ষ্মণ—হে আর্য্য !

দাস আছে,—পালিতে আদেশ !

আমারে বুঝিতে দাও, রক্ষোরাজ কত বড় বীর।

তুমি থাক শিবির-মাঝারে।

রাম—না, না, ক্লান্ত তুমি ইন্দ্রজিৎ-রণে।

মহাশক্তিশালী দশানন।

মত্তপ্রায় তায় পুত্র-শোকে ;

তাহার সম্মুখে তোমা পাঠাইতে হয় না সাহস।

অঞ্চলের নিধি তুমি সুমিত্রা-মাতার,

নিরপত্তা-ভার তব আমার উপর।

লক্ষ্মণ—দাদা, দাদা !

ক্ষত্র আমি,—রামের অনুজ,—

—নহি কাপুরুষ।

আমার শক্তির 'পরে

কি-সে হ'লো সন্দেহ তোমার ?

চিরদাস লক্ষ্মণেরে কেন এ উপেক্ষা ?

নিশ্চিন্ত হইয়া তুমি রহ শিবিরেতে ;

রক্ষোরাজে নিবারিব আমি !

যদি নাহি পারি,—

তুমি আছ পশ্চাতে আমার।

রাম—প্রাণাধিক, ত্যজ অভিমান।

যাও রণে,—হও অগ্রসর।

মিত্র বিভীষণ,—যাও তুমি লক্ষ্মণের সনে ;
আমি হেথা রক্ষিব শিবির ।
কিন্তু সাবধানে যুদ্ধ করো রক্ষোরাজ সনে ;
প্রচণ্ড সে ভীষণ দুর্ম্মদ !

লক্ষণ—কোন চিন্তা নাই ।

(অগ্রে লক্ষ্মণ, পরে বিভীষণ, তৎপশ্চাৎ বানর-সৈন্যের প্রস্থান ।)

তৃতীয় দৃশ্য

রণ-স্থল

রাবণ ও হনুমান

হনুমান—রে রাবণ, অধর্ম্ম-আচারী !
এত শীঘ্র হনুমানে গেছিস্ ভুলিয়া ?
লঙ্কাদাহ নাহি কি স্মরণে ?
রাক্ষসের শৌর্য্য মোর ভাল জানা আছে ;
দগ্ধ-গৃহ এখনও অনেক
সাক্ষ্য তার দিতেছে লঙ্কায় ।
ফিরে যা এখনও ত্যজি রণ,
গৃহ-মাঝে নিবারণ কর পুত্রশোক ।
নয়, পুত্র তোর গিয়াছে যেথায়,
একটি চপেটাঘাতে পাঠাইব তোরেও সেখানে ।

রাবণ—বৃথা আস্ফালন তোর, ওরে হনুমান্ !
নির্লজ্জ বানরজাতি ;

নহে কেন পিতৃঘাতী রামচন্দ্রে সেবিবে অঙ্গদ ?
অদূরে চাহিয়া দেখ্,—
রাবণের শরাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া
সুগ্রীব পড়িয়া আছে,—রক্ত ঝরে মুখে !
ছাড়্ পথ,
দেখি কোথা পুত্রঘাতী সৌমিত্রি লক্ষ্মণ।
খণ্ড খণ্ড করি তারে ক্ষুরধার শরে,—
পুত্র-হত্যা প্রতিশোধ লইব অগ্রেতে।

(অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলেন)

হনুমান—(সম্মুখে পতিত এক বিরাট প্রস্তরখণ্ড তুলিয়া)
চূর্ণিব মস্তক তোর, একপদ হলে অগ্রসর।
লক্ষ্মণে দেখিবি পরে,—
পাস্ যদি রক্ষা মোর হাতে।

রাবণ—আরে রে গর্ব্বিত কপি, এত স্পর্দ্ধা তোর ?
ছাড়িবি না পথ দশাননে ?
ভাল, ভাল, প্রতিফল ভোগ কর তার।

(শরাঘাতে হনুমানের হস্তের প্রস্তর চূর্ণ বিচূর্ণ করতঃ হনুমানের উপর অজস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।)

হনুমান—(একে একে রাবণের শর ব্যর্থ করিতে করিতে)
রে রাক্ষস !
শর তোর তুচ্ছ, তেজোহীন !

এই দর্পে হনুমানে করিস্ উপেক্ষা ?
যত বাণ আছে তূণে, কর্‌রে নিক্ষেপ,—
নাহি ডরে হনুমান তাহে।

রাবণ—বটে, বটে, এতই সাহস ?
প্রচণ্ড মুদ্গর এই হানিলাম শিরে ;—
নিবারণ করি তোর রক্ষা কর প্রাণ !

(হনুমান কিছুতেই মুদ্গরের গতি নিবারণ করিতে পারিলেন না। মুদ্গর সজোরে আসিয়া তাঁহার মাথায় পড়িল)

হনুমান—উঃ !

(মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন)

রাবণ—হয়েছে এবার !
তুচ্ছ কপি তুই ?
নিবারিতে স্পর্দ্ধা তোর ত্রিভুবনজয়ী দশাননে !
থাক্ পড়ে ঐ ভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া ;
দেখি কোথা নরাধম লক্ষ্মণ পামর।

(অগ্রসর হইবার উপক্রম করিলেন। এমন সময় সহসা লক্ষ্মণ বিভীষণ সহ সেখানে প্রবেশ করিলেন।)

লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ সম্মুখে তব হের, রক্ষোরাজ !
যেতে আর হবে না কোথাও।
চাহ রণ ? ধর অস্ত্র ; প্রস্তুত লক্ষ্মণ !

রাবণ—পুত্রঘাতী, রে সৌমিত্রি !

তোরই তরে নিজে আজ আসিয়াছি রণে।

রাবণিরে করি বধ অন্যায় সমরে,—

দাবানল জ্বেলেছিস, রাবণের বুকে।

সে অনল শান্ত হবে তপ্তরক্তে তোর।

ত্রিভুবন হলেও সহায়—

আজি তোর নাহিক নিস্তার।

ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রজিৎ !

চেয়ে দেখ পরপার হতে—

হন্তারে পেয়েছি তোর সম্মুখে আমার ;

মুণ্ড করি দ্বিখণ্ডিত তার,

তোর তৃষা নিবারিব আমি।

রে লক্ষ্মণ !

ভয় হয়, ডাক্ তোর জ্যেষ্ঠেরে হেথায়।

লক্ষ্মণ—বাক্যের বীরত্ব তব রাখ, লঙ্কাধিপ্ !

লক্ষ্মণের হাতে প্রাণ থাকিলে তোমার,—

রামচন্দ্রে করিও আহ্বান।

রাবণ—একান্তই মৃত্যু তোরে করেছে স্মরণ।

(বিভীষণের প্রতি)

সরে যা' সরে যা বিভীষণ,

দূর হ'রে সম্মুখ হইতে।

ভ্রাতৃদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, কলঙ্ক লঙ্কার !

ঘৃণায় চাহিতে নারি মুখপানে তোর।
পুত্রঘাতী সৌমিত্রিরে অগ্রে করি নাশ
তার পর মুণ্ড তোর পাড়িব ভূতলে।

বিভীষণ—রক্ষোরাজ! ডুবিয়াছ নিজ পাপে,
মোরে দাও অযথা গঞ্জনা।
শোন নাই হিতকথা,—ঠেলিয়াছ পায়;
আজ তার প্রতিফল করিতেছ ভোগ।

রাবণ—ভাল, ভাল!
ক্ষণিক অপেক্ষা কর্ রক্ষোকুলাধম!
উপযুক্ত শিক্ষা তোরে দিব সুনিশ্চয়।
রে সৌমিত্রি,
দেখি অগ্রে কত শক্তি ধরেছিস্ করে!

লক্ষ্মণ—এসো রক্ষোরাজ!

(রাবণ ও লক্ষ্মণে যুদ্ধ বাধিল)

রাবণ—(যুদ্ধ করিতে করিতে)—
বাখানি বীরত্ব তোর ওরে রামানুজ!
হেরি আজ রণ-বিদ্যা শিখেছিস্ কিছু।
কুণ্ঠা নাই করিতে স্বীকার,—
বীর তুই, মহা শক্তিমান্!
কিন্তু সাবধান!
কাল তোর ঘনায়ে এসেছে।

লক্ষ্মণ—কর রণ ; বাক্যে নাহি ফল।

বিভীষণ—ধন্য, ধন্য বীর তুমি সুমিত্রা-কুমার !

এই ভাবে—আরো কিছুক্ষণ—

যুদ্ধ করি শিক্ষা দাও লঙ্কার ঈশ্বরে,—

ইন্দ্রজিৎ-হন্তা নহে শৌর্য্য-বীর্য্যহীন।

রাবণ—(বিভীষণের কথায় সহসা ক্ষিপ্ত হইয়া)

আরে, আরে কুলের কলঙ্ক, রাক্ষস-অধম !

তোর বাক্য সহ্য নাহি হয়।

থাম্, থাম্ অগ্রে তোর করি বক্ষ ভেদ ;—

পশ্চাৎ করিব বধ পাপিষ্ঠ লক্ষ্মণে।

(সরোষে বিভীষণের প্রতি এক শেল নিক্ষেপ করিলেন)

বিভীষণ—(শঙ্কাকুলভাবে)—লক্ষ্মণ,-লক্ষ্মণ !

কর ত্বরা, কর ব্যর্থ রাবণের শেল।

নহে মৃত্যু অনিবার্য্য ঘটিবে আমার।

লক্ষ্মণ—ভয় নাই—ভয় নাই—মিত্র বিভীষণ !

এড়িলাম ব্রহ্ম-অস্ত্র,—প্রচণ্ড-অমোঘ !

হোক ব্যর্থ রাবণের শেল।

[ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ।

বিভীষণ—আশ্চর্য্য তোমার শক্তি সুমিত্রা-নন্দন।

ঐ—ঐ ব্যর্থ হলো শেল !

রাবণ—(মহাক্রোধে)

আরে-রে সৌমিত্রি, পুত্র-হন্তা মোর !
বার-বার ক্রোধানলে যোগাস্ ইন্ধন ?
ভাল, ভাল,
উপযুক্ত প্রতিফল দিতেছি তাহার।
মহাশক্তিশেল এই—জ্বলন্তপাবক—
মন্ত্রপূত—বিশ্বধ্বংসকারী—
সৃষ্টিবুকে যার তেজে নাচে মহাকাল,—
জাগে ঘোর অখণ্ড প্রলয় ;
হানিলাম বক্ষস্থল লক্ষ্য করি তোর ;—
সাধ্য থাকে,—কর নিবারণ।

(শক্তিশেল নিক্ষেপ)

লক্ষ্মণ—একি, একি,

শেলমুখে জ্বলে বহ্নি সৃষ্টিনাশকারী ;
সহস্র বাস্থকী যেন প্রচণ্ড গর্জ্জনে
সরোষে আসিছে ছুটে করিবারে গ্রাস !
কোথা অস্ত্র,—কোন্ অস্ত্রে করি নিবারণ ?
বিভীষণ ! বিভীষণ !
হের, হের ; আসে শেল সাক্ষাৎ শমন !
না, না, রক্ষা নাই, রক্ষা নাই আর !
কোথা, কোথা আর্য্য রামচন্দ্র !

কোথা—(শেল আসিয়া বক্ষ ভেদ করিল)

উঃ—গেল—গে—ল—প্রাণ—ফেটে !···উঃ !···

(শক্তিশেল লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদ করিয়া পিঠের দিকে বাহির হইয়া পড়িল। লক্ষ্মণ ভূতলশায়ী হইয়া একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বক্ষ হইতে রক্তবন্যা ছুটিতে লাগিল।)

বিভীষণ—একি হলো, একি হলো ?

ধরাবক্ষে লুটে বীর সুমিত্রা-নন্দন !

নিমীলিত চক্ষু তার,—রক্ত ঝরে বুকে !

হায়, হায়, কি করি উপায় ?

লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ !

রাবণ—সাড়া আর দেবে না লক্ষ্মণ !

হা-হা-হা-হা !

পুত্রহত্যা-প্রতিশোধ লয়েছি কেমন !

ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রজিৎ

স্বর্গ থেকে দেখ বৎস চেয়ে,—

হন্তা তব গতপ্রাণ লুটায় ভূতলে !

বিচ্ছেদ-অনল তোর,

পুত্রঘাতী সৌমিত্রিরে বধি'—

কথঞ্চিৎ নির্ব্বাপিত হইল আমার।

এইখানে হোক শেষ আজিকার রণ,—

কাল পুনঃ দেখিব রাঘবে।

(প্রস্থানোদ্যত—সহসা শ্রীরামচন্দ্রের প্রবেশ)

রাম— আজি দেখে যাও,—

রে দুর্ম্মতি, রক্ষোরাজ !

ভাবিয়াছ মনে,—লক্ষ্মণে পাড়িয়া রণে

প্রাণ লয়ে ফিরে যাবে গৃহে ?

লক্ষ্মণে নিপাতি' তুমি—

পুত্রহত্যা-প্রতিশোধ লয়েছ যেমন ;

তোমারে বিনাশি' আজি

ভ্রাতৃহত্যা-প্রতিশোধ লব সেইরূপ ।

রাবণ—কে রামচন্দ্র,—আসিয়াছ ? হইয়াছে ভাল !

এক প্রাণ,—এক আত্মা তোমরা দু'ভায়ে ।

লক্ষ্মণের পার্শ্বে এবে ভূমিশয্যা করহ গ্রহণ ;

ভ্রাতৃ-শোক হবে প্রশমিত !

রাম—ভাল, ভাল দেখি তব কত বীরপণা !

(রাম ও রাবণে যুদ্ধ বাধিল)

রাবণ—(যুদ্ধ করিতে করিতে স্বগতঃ) না, না,

প্রচণ্ড রামের তেজ সহ্য আর করিতে না পারি

অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা তার—অব্যর্থ সন্ধান,—

শত অস্ত্র গর্জ্জে যেন প্রতি শর-ক্ষেপে !

কি আশ্চর্য্য !

এত শক্তি ধরে করে ভিখারী রাঘব ?

গেছে ইন্দ্রজিৎ,

এবার লুটাতে হবে মোরেও ভূতলে ;

না, না, তিষ্ঠিতে না পারি রণে আর।

(যুদ্ধ ত্যজিয়া পলায়ন)

রাম—কাপুরুষ !

কোথায় পলাবি ?

রাম তোরে দেবে না নিস্তার।

(রাবণের পশ্চাৎ অনুসরণ)

বিভীষণ—লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ !

না, না, সাড়া নাই, কেবা দেবে সাড়া ?

প্রাণ বুঝি নাহি আর দেহে !

(ব্যস্তভাবে হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান—কি হয়েছে, কি হ'য়েছে ?

পড়িয়াছে ঠাকুর লক্ষ্মণ !

(লক্ষ্মণের অবস্থা ভালরূপে দেখিয়া)

হায়, হায় !

এই দৃশ্য দেখিতে কি মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল আমার ?

লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ, ঠাকুর লক্ষ্মণ !

কোথা যাও আমাদের ছেড়ে ?

কেন নাহি দিতেছ উত্তর ?

(রামের পুনঃ প্রবেশ)

রাম—প্রাণ লয়ে পলাইল ভীরু লঙ্কেশ্বর !
কাঁদে প্রাণ লক্ষ্মণের তরে,—
পাপিষ্ঠে ছাড়িয়া তাই হইল ফিরিতে।
লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ !

(লক্ষ্মণের নিকটবর্ত্তী হইয়া)

ওহো-হো,-ভাই, ভাই,

(লক্ষ্মণের পার্শ্বে উপবেশন)

এ কি দশা হইয়াছে তোর ?
মর্ম্মান্তিক এ-যে-রে দারুণ !
চম্পক-কুসুম-সম আনন স্থন্দর,
অগ্নিতাপে যেন হায় ঝলসিয়া গেছে !
নিমীলিত আয়ত লোচন,—
কোণ বেয়ে ঝরিয়াছে জল !
কষিত কাঞ্চন সম অঙ্গবর্ণ তোর—
হয়ে গেছে পরিম্লান, নিষ্প্রভ পাণ্ডুর।
উ-হু-হু ! হেরিতে না পারি আর ;
আমূল পশেছে শেল বক্ষ ভেদ করি !
রক্তস্রোতে ধরা ভেসে যায় !
ভাই, ভাই, প্রাণাধিক লক্ষ্মণ আমার !
কেন তোরে সঙ্গে করি আসিলাম বনে ?

কেন তোরে পাঠাইনু রাবণ-সমরে ?
কোন্ মুখে ফিরে আর যাব অযোধ্যায়,
তোর সম মহানিধি—
বিসর্জ্জিয়া সমুদ্রের তীরে ?
গৃহে গেলে, ছুটে আসি সুমিত্রাজননী
শুধাবে যখন মোরে,—
'বৎস রাম, কোথা মোর অঞ্চলের নিধি ?'
কি উত্তর প্রদানিব তায় ?
ওহো-হো ! বুক ফেটে যায়,—
লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ !
প্রাণাদপি প্রিয় ভাই মোর !
কোথা যাবি আমারে ছাড়িয়া ?
সেই শিশুকাল হতে পলকের তরে,
মোর সঙ্গ ছাড়ি ত রে যাসনি কোথাও।
যেথা রাম,—সেখানে লক্ষ্মণ,—
নিত্যসঙ্গী, অনুচর—অনুজ আমার !
আজ মোর কোন্ দোষে
অভিমান করি তুই ত্যজিবি আমারে ?
হায়, হায়, মূর্খ আমি, সীতার আশায়
তোর সম মহারত্ন হারানু হেলায় !
কাঞ্চনের আশে
দিনু মাণিক্যের ডালি।

মিত্র বিভীষণ ! বৎস হনুমান !
আর কেন ? কি দেখিছ চেয়ে ?
জ্বাল অগ্নি,
লক্ষ্মণ চলিয়া গেছে,
অনলে ত্যজিয়া প্রাণ আমিও যাইব।

বিভীষণ—কি ব'লে প্রবোধ দেব ? কোথা ভাষা তার ?
রঘুপতি ! ধৈর্য্য ধর ;
তোমারে কি দেব বোধ, তুমি জ্ঞানময় !

রাম—না, না, মূর্খ আমি, অতীব অজ্ঞান।
জ্ঞানময় বলোনা আমারে।
নিজ হাতে অবহেলে মূর্খতার বশে
আপনার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িতে যে পারে,
অজ্ঞতার অন্ত তার নাই।
ভাই, ভাই, ওঠ্ ভাই প্রাণাধিক !
'দাদা' ব'লে ডাক্‌রে আবার !—
চাহিনা সীতারে আমি, তুই বেঁচে ওঠ্।
থাক্ সীতা লঙ্কাপুরে—অশোক কাননে—
কাজ নাহি উদ্ধারি তাহায় ;
নাহি চাই রাজ্যধন, গরিমা-সম্মান,
তোরে ল'য়ে চলে যাব সুদূর অরণ্যে।
পাতার কুটীর বাঁধি,
দুই ভাই এক হ'য়ে থাকিব সেথায়।

তুই ছাড়া শ্রীরামের অস্তিত্ব-কল্পনা
মিথ্যা যে-রে, অতি অসম্ভব !
ওঠ্ ভাই, 'দাদা' ব'লে ডাক্ একবার।

(সুষেণের প্রবেশ)

সুষেণ—কই, কই, ঠাকুর লক্ষ্মণ ? রঘুপতি ! স্থির হোন্। আমি দেখ্ছি, লক্ষ্মণের দেহে প্রাণ আছে কিনা ?···অনেক সময় বাইরে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত না হ'লেও দেহের মধ্যে প্রাণবায়ু বিদ্যমান থাকে। ঈশ্বর করুন, যদি ঠাকুর লক্ষ্মণের দেহে প্রাণ থাকে, আমি তাঁর প্রাণ ফিরে পাবার ব্যবস্থা কর্বো।

(সুষেণ লক্ষ্মণের নাকের কাছে হাত রাখিয়া, তাঁহার দেহের নানাস্থানে নাড়ী পরীক্ষা করিলেন এবং তাঁহার ক্ষতস্থানও বিশেষরূপে দেখিয়া পুনরায় বলিলেন।)

···আছে, আছে, প্রাণ আছে।

রাম—(মহাআগ্রহে)···আছে ? লক্ষ্মণের দেহে প্রাণ আছে ? সুষেণ, সুষেণ !

সুষেণ—প্রভু, আপনি অধৈর্য্য হবেন না। ঠাকুর লক্ষ্মণ এখনও জীবিত আছেন। তাঁর পুনর্জীবন লাভ কর্বার উপায়ও আছে। কিন্তু—

রাম—কিন্তু,—কিন্তু কি সুষেণ ?

সুষেণ—উপায় অতীব কঠিন। এখান হ'তে শত যোজন উত্তরে গন্ধমাদন বলে এক পর্ব্বত আছে। সেই পর্ব্বতের ওপর, 'বিশল্যকরণী, অস্থিসঞ্চারিণী, মৃতসঞ্জীবনী, ও সুবর্ণকরণী' নামে চার প্রকার লতা জন্মে। কেউ যদি গন্ধমাদন পর্ব্বতে গিয়ে সুর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ঐ সকল লতা নিয়ে ফিরে আস্‌তে পারে,—তবে ঠাকুর লক্ষ্মণের প্রাণ আমি ফিরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সূর্য্যোদয় হবার পর আর কোন আশাই থাক্‌বে না।

রাম—শতযোজন দূরে পর্ব্বত,—এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ! এখন অত দূরে গিয়ে,—সেই সব লতা নিয়ে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ফিরে আসা অসম্ভব ;— সুষেণ,—অসম্ভব !

হনুমান্—অসম্ভব নয় প্রভু,—রামদাস হনুমান থাক্‌তে এ কার্য্য সহজেই সম্ভব। আদেশ করুন প্রভু, আমি এইদণ্ডেই গন্ধমাদনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। যেমন ক'রে হোক, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ফিরে আস্‌বো।

রাম—বৎস হনুমান।···তোমার মত নিষ্কাম ভক্ত জগতে সত্যই দুর্ল্লভ। যাও বৎস, তবে আর দেরী ক'রো না। যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ঔষধ এনে লক্ষ্মণকে

বাঁচাতে পার,—রামও বাঁচবে ; নচেৎ রামের দেহেও আর জীবন থাক্‌বে না।

বিভীষণ—বীর হনুমান্‌, তুমি ধন্য !···তুমি আমাদের সকলের শুভেচ্ছা গ্রহণ কর।

সুষেণ—এই নিরাশায় হনুমানই একমাত্র আশা।

হনুমান্‌—প্রভু ! আশীর্ব্বাদ করুন। যেন কার্য্যোদ্ধার করে সত্বর ফির্‌তে পারি।

রাম—আশীর্ব্বাদ করি বৎস, সফল মনোরথ হও।

হনুমান্‌—জয় রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের জয় !
জয় রাবণারি শ্রীরামের জয়।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্ত্রণা-কক্ষ

রাবণ

রাবণ—পড়েছে লক্ষ্মণ ; পুত্রহন্তা হয়েছে নিহত ।
কিন্তু আছে রাম জীবিত এখনো ।
মহাধনুর্দ্ধর সে যে, অসীম-বিক্রম—
সম্মুখ সমরে তারে পরাজয় কে করিতে পারে ?
তবু সে যাবৎ নাহি
লুটাবে ভূতলে তার অনুজের সম ;
ঘরভেদী বিভীষণ
যাবৎ না হয় গত-প্রাণ ;
শান্তি নাহি হৃদয়ে আমার ।
নাহি পারি সম্মুখ সমরে,—
রাক্ষসের মায়াজাল করিয়া বিস্তার,
বিভ্রান্ত করিব রামে,
সুকৌশলে বধিব তাহারে ।
মন্দোদরী পুত্রশোকে কাঁদিয়া আকুল ;
সহমৃতা হতে চায় পুত্রবধূ প্রমীলা সুন্দরী ;

অসহ্য এ জ্বালা আর সহা নাহি যায় !
অবিরত তাই—

(সহসা রাক্ষস-পক্ষীয় জনৈক চরের প্রবেশ)

চর—মহারাজ !

রাবণ—কে ?

চর—আমি চর, সংবাদ এনেছি।

রাবণ—সংবাদ এনেছ ? কি সংবাদ, বল, শীঘ্র বল।

চর—মহারাজ ! শুনলুম, লক্ষ্মণের দেহে এখনও নাকি প্রাণ আছে। রামের বানর-সৈন্যদলের মধ্যে সুষেণ নামে একজন পরম অভিজ্ঞ বৈদ্য আছেন ; তিনি লক্ষ্মণকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করে সেই কথাই বলেছেন। তা ছাড়া, তাঁর কথামত মহাবীর হনুমান—গন্ধমাদন পর্ব্বত থেকে বিশল্যকরণী প্রভৃতি চারি প্রকার লতা আনবার জন্য গমন করেছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হনুমান যদি ঔষধ নিয়ে ফিরে আসতে পারে,—তবে তার সাহায্যে সুষেণ লক্ষ্মণকে পুনর্জ্জীবন দান করতে পারবেন।

রাবণ—এ সংবাদ কি সত্য ?

চর—রক্ষোরাজের সম্মুখে মিথ্যা ব'লবার সাহস কার আছে ?

রাবণ—ভাবনার কথা বটে ! লক্ষ্মণ যদি পুনরায় বেঁচে

ওঠে,—তবে এই যুদ্ধের পরিণাম অতীব শোচনীয় হয়ে উঠবে। লক্ষ্মণ রামের দক্ষিণ হস্ত। শক্তি-শেলের আঘাতে আমি তাঁকে নিপাত করলেও,—তার অসীম শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় পেয়েছি। বেঁচে উঠে যদি সে আবার রামের সঙ্গে যোগ দেয়,—না, না, তাকে আর বাঁচতে দেওয়া হবে না।··ঔষধ নিয়ে হনুমান যাতে গন্ধমাদন থেকে ফিরে আস্‌তে না পারে,—যেমন করেই হোক্—তার ব্যবস্থা ক'রতে হবে।···কিন্তু—কি করে তা সম্ভব হয়?···তাইত! (কি-যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন; তারপর ডাকিলেন)···চর!

চর—আদেশ করুন মহারাজ!

রাবণ—তুমি এখনই একবার মাতুল কালনেমির কাছে যাও; বল আমি স্মরণ করেছি। যেন আস্‌তে এক পলকও দেরী না করে।

চর—যথা আজ্ঞা রক্ষোরাজ!

(প্রস্থান)

রাবণ—রাক্ষসদের মধ্যে কালনেমির মত মায়াবিদ্যায় পটু আর কেউ নেই।···ঘণ্টায় সহস্রযোজনগামী আমার পুষ্পক রথে ক'রে তাকে এই দণ্ডেই গন্ধ-মাদনে পাঠাতে হবে। তার মায়াবিদ্যার প্রভাবে হনুমান যদি বিভ্রান্ত হয়—আমার কার্য্যসিদ্ধি অনিবার্য্য।

(কালনেমির প্রবেশ)

কালনেমি—আমায় ডেকেছ রাবণ ?

রাবণ—হাঁ, মামা, এসো।···বিশেষ প্রয়োজনে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। শুনেছ বোধহয়, আমার শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণ মৃতপ্রায়। তাকে বাঁচাবার জন্য হনুমান—বিশল্যকরণী প্রভৃতি লতা আন্‌তে গন্ধমাদনপর্ব্বতে যাত্রা করেছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যদি সে ঔষধ নিয়ে ফিরে আসে,—লক্ষ্মণ আবার বেঁচে উঠ্‌বে। তাই হনুমান যাতে আর ফিরে আস্‌তে না পারে,—তোমাকেই তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কালনেমি—আমি কি কর্‌বো বাবাজী !

রাবণ—শোন, গন্ধমাদন পর্ব্বতের ওপর এক বৃহৎ সরোবর আছে। সেই সরোবরে এক ভীষণ কুম্ভীর বাস করে। ঐ কুম্ভীরের কবলে পড়্‌লে মৃত্যু অনিবার্য্য !···তুমি সরোবরের তীরে কোন এক বৃক্ষের মূলে যোগীর বেশ ধরে ধ্যানস্থ হ'য়ে বসে থাক্‌বে। হনুমান গেলে, তাকে ডেকে পরম হিতৈষীর মত নানা উপদেশ দিয়ে ব'ল্‌বে,—ঐ সরোবরের জলে স্নান ক'রে ঔষধ না নিয়ে গেলে,—ঔষধে কোন ফলই হবে না। তোমার বেশ দেখে সে তোমার কথায় নিশ্চয়ই বিশ্বাস

কর্‌বে। তারপর, জলে নাম্‌লেই কুম্ভীরের মুখ থেকে তাকে আর ফিরে আস্‌তে হবে না। ওদিকে হনুমানও মর্‌বে,—এদিকে লক্ষ্মণের প্রাণবায়ুও বেরিয়ে যাবে। একই সঙ্গে রামের দুই মহাশক্তির নিপাত ঘট্‌বে। তুমি আমার পুষ্পক রথে উঠে এখনি চলে যাও। যদি কার্য্যোদ্ধার করতে পারো—তোমাকে আমি প্রচুর পুরস্কার দেব।

কালনেমি—তা—বাবা, ঐ ঘরপোড়া হনুমানের পাল্লায় পড়লে, আমাকেও যে আর ফিরে আস্‌তে হবে না! যেখানে হনুমান আছে, সেখানে আমাকে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে পাঠিয়োনা, বাবা! ঐ বানরটাকে আমি যমের মত ভয় করি।

রাবণ—কোন ভয় নেই মামা, নির্ভয়ে যাও। সামান্য এক বানরকে, তুমি এত ভয় কর? দেখ—যদি পার মামা, পুরস্কার—'অর্দ্ধ লঙ্কা।'

কালনেমি—অ্যাঁ, কি ব'ল্‌ছো? অর্দ্ধ-লঙ্কা?

রাবণ—হ্যাঁ—লঙ্কার যত ঐশ্বর্য্য সম্পদ আছে, তার অর্দ্ধেক তোমার। আমি তোমাকে চুলচেরা ভাগ করে দেব।

কালনেমি—তা'ত দেবে; কিন্তু তার আগেই, হনুমান যদি নখ দিয়ে আমার বুকখানাই চিরে দেয়, তবে

তোমার সে চুলচেরা ভাগ কে নিতে আস্‌বে বাবা ?
…না, বাবা, আমাকে বাদ দাও, অন্য কাউকে
পাঠাও।…বাপ্‌, হনুমানের নামেও আমার প্রাণ
কাঁপে !

রাবণ—(রুষ্টভাবে)…তাহ'লে যাবে না ?

কালনেমি—রাগ ক'রোনা বাবা ! তুমি রাগ্‌লে আর
রাখ্‌বে কে ?

রাবণ—তবে আমার কথামত কাজ করো। অন্যথায়
তোমার শাস্তি—প্রাণদণ্ড !

কালনেমি—(জনান্তিকে) আচ্ছা ফ্যাসাদেই পড়েছি
বাবা ! গন্ধমাদনে গেলে—মার্‌বেন হনুমান,—
আর লঙ্কায় থাক্‌লে,—মার্‌ছেন রাবণ ! তার
চেয়ে বরং যাওয়াই যাক্‌। মর্‌ছি রাবণের
হাতে—না হয় মরব হনুমানের হাতে। আর
যদি কার্য্যোদ্ধার করে ফিরে আস্‌তে পারি,—
তবে ত একেবারে অর্দ্ধলঙ্কার অধীশ্বর—'অর্দ্ধ-
লঙ্কেশ্বর কালনেমি !' সেই ভাল। (প্রকাশ্যে)
তা, বাবাজী,—অর্দ্ধলঙ্কা ঠিক দেবে ত ?

রাবণ—নিশ্চয়ই দেব। লঙ্কার যে সমস্ত ভাল ভাল
জিনিষ,—তা তোমার ভাগেই ফেলব। সঙ্গে
সঙ্গে 'রাজ্‌' খেতাব।

কালনেমি—বেশ, বেশ। কথার ঠিক থাকে যেন, বাবা !

রাবণ—নিশ্চয়ই থাক্‌বে। তুমি আদৌ ভেবো না মামা।... এখন চল,—পুষ্পক রথে উঠ্‌বে।

কালনেমি—চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গন্ধমাদন পর্ব্বতের একাংশ

(হনুমান বিশল্যকরণী খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন)

হনুমান—বিশাল পর্ব্বত! তায় রাত্রির ঘোর অন্ধকার। কোথায় কোন্ বৃক্ষ—কোথায় কোন্ লতা, কিছুই ত বোঝা যায় না! পর্ব্বতের প্রায় সর্ব্বত্রই ঘুরে এলাম,—কিন্তু চারটি লতার একটিরও সন্ধান কর্‌তে পারলাম না। এদিকে ক্রমেই সময় চলে যাচ্ছে।...লতা নিয়ে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ফির্‌তে না পার্‌লে, ঘোর সর্ব্বনাশ! ঠাকুর লক্ষ্মণের দেহে প্রাণ আর থাক্‌বে না। রামচন্দ্রও ভ্রাতৃশোকে আত্মহত্যা ক'র্‌বেন। না, না, যেমন করেই হোক, কাজ উদ্ধার কর্‌তে হবে।...কি আশ্চর্য্য,—চারিদিকে কত পার্ব্বত্য ভয়ঙ্কর জীব-জন্তু ছুটে যাচ্ছে,—গর্জ্জন ক'র্‌ছে,—কিন্তু কোথাও একটা কিন্নর—কি গন্ধর্ব্ব—কি মানুষের

সাড়া-শব্দ পর্য্যন্ত পাচ্ছি না।...এদিকে পর্ব্বত কোথাও এক তালগাছ উঁচু হ'য়ে গেছে,—আবার কোথাও এক তালগাছ নীচু হ'য়ে এসেছে। উঠ্‌তে-নাম্‌তে, নাম্‌তে উঠ্‌তে—আমিও ক্রমশঃ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি।...রঘুপতি রামচন্দ্র! আমি মূর্খ বানর জাতি,—শক্তি আছে, কিন্তু বুদ্ধি নাই,—সাহস আছে, কিন্তু ভাব্‌তে পারি না। তুমি আমার প্রাণে বল দাও,—বুদ্ধি দাও, ভরসা দাও প্রভু! লক্ষ্মণের পুনর্জীবনের জন্য আমার এ তুচ্ছ প্রাণ অকাতরে বিসর্জ্জন দিতে আমি প্রস্তুত।...জয় রাম! জয় রাম!!

[অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন।

(গীত-কণ্ঠে কিন্নরগণ প্রবেশ করিল)

কিন্নরগণ— (গীত)

—অন্ধকারের অন্তরালে কার মহিমা উঠ্‌ছে ফুটে।
বিশ্বভুবন অর্ঘ্য নিয়ে চরণতলে কাহার লুটে॥
আলোর পরে আঁধার আসে,
আঁধার-পারে আলোক হাসে;
কার করুণায় রূপে-রসে-গন্ধে ভুবন ভরি উঠে॥

(গীতান্তে কিন্নরগণ প্রস্থান করিল; অন্য দিক দিয়া হনুমান পুনরায় প্রবেশ করিলেন)।

হনুমান—এখানে কারা গান কর্‌ছিল না? কিন্নর-কণ্ঠ ব'লেই মনে হ'লো। কোথায় গেল তারা? তাদের জিজ্ঞেস কর্‌লেও হয়ত সন্ধান পেতাম। এই পর্ব্বতের সঙ্গে তারা বিশেষভাবেই পরিচিত। এখানকার কোথায় কি আছে, না আছে—তা তারা নিশ্চয়ই জানে। গভীর অন্ধকারের মধ্যেও তারা নাকি সুস্পষ্টভাবে সমস্তই দেখতে পায়।…কোন্ দিকে গেল তারা? তাদের পেলে যে ভারী সুবিধে হতো! ঐ দিকটায় তন্ন-তন্ন করে সব ত দেখ্‌লুম,—কিন্তু কোন লতাই যে ওদিকে আছে, এমন ত মনে হ'লো না।…দেখি কিন্নরদের যদি খুঁজে বার কর্‌তে পারি।… জয় রাম! জয় রাম!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গন্ধমাদনের অপর অংশ ; বিশাল এক বৃক্ষ-মূলে রাক্ষস কালনেমি মায়াবিদ্যাবলে নিখুঁত যোগী-সন্ন্যাসী সাজিয়া যোগাসনে নিমীলিত চক্ষে বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে মায়া-অগ্নি জ্বলিতেছে। বৃক্ষের পশ্চাদ্দেশে এক সুবৃহৎ, সুগভীর সরোবর।

কালনেমি—অর্দ্ধলঙ্কা, অর্দ্ধলঙ্কা! বড় সোজা কথা নয়। স্বর্ণলঙ্কার অর্দ্ধেক! রাবণ ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য-সম্ভার লুটে,—ধনপতি কুবেরের ঐশ্বর্য্য কেড়ে এনে লঙ্কাকে স্বর্ণলঙ্কা করে তুলেছে। দেবরাজের অমরাবতী,—কুবেরের অলকা সবই তুচ্ছ হয়ে গেছে রাবণের স্বর্ণলঙ্কার কাছে।···তারই অর্দ্ধেক ভাগ! কালনেমি ধৈর্য্য ধর,—অধৈর্য্য হয়ো না।···হনুমানকে যদি একবার সরোবরের জলে নামাতে পারো,—তবে আর তোমায় পায় কে? তখন রাবণও যে,—তুমিও সেই। কোন তফাৎ নেই।···তখন পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে হরদম কেবল হুকুমের ওপর হুকুম করবো। সাত মহলে সাতটা রাণী থাক্‌বে। সৈন্য-সামন্ত, হাতী-ঘোড়া-রথ দাস-দাসী ইত্যাদিতে আমার রাজমহল গম্‌গম্‌ করবে।···কালনেমি, স্থির হও, স্থির হও ;

এত উতলা হয়োনা। সবুর কর, সবুর কর সবুরে মেওয়া ফলে!···কিন্তু হনুমান ত কই এখনো এদিকে এলো না?....যায়গাটা অবশ্য পর্ব্বতের ঠিক মাঝখানেই। যেদিক দিয়েই ঘোরাফেরা করুক,—এখানে আস্‌তেই হবে। কিন্তু···ঐ, ঐ না কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে? (দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া)···হাঁ, হাঁ, ঐ-ত-ঐ-ত, হনুমানই ত— এদিকে আস্‌ছে না? কালনেমি, সাবধান, সাবধান!···তুমি যোগী, তুমি সন্ন্যাসী—খুব সাবধান! হনুমানের কাছে ধরা পড়্‌লে তোমার অর্দ্ধলঙ্কার আশা ত যাবেই, উপরন্তু তোমাকেও আর ঘরে ফিরে যেতে হবেনা। ঐ-ঐ হনুমান এসে পড়েছে! ভগবানের ধ্যান আরম্ভ করি।

(চক্ষু মুদিয়া যুক্তকরে)—

"নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
দেবীম্ সরস্বতীম্ চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥
নারায়ণ, নারায়ণ, শ্রীহরি, শ্রীহরি।
শ্রীহরি, শ্রীবিষ্ণু, জয় জয় মহাবিষ্ণুর জয়॥"

(হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান—না, বড় জটিল সমস্যাতেই পড়্‌তে হলো দেখছি ! গন্ধমাদনের সর্ব্বত্র ত আবার ঘুরে এলাম। কিন্তু অন্ধকারে কিছুতেই চিন্‌তে পার্‌ছি না, কোন্‌টা কি ?...এদিকে রাত ত ক্রমশঃই বাড়্‌ছে।... কি যে কর্‌বো, কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনা। (হঠাৎ যোগীবেশী কালনেমিকে দেখিয়া) কে-ও, কোন যোগীপুরুষ নাকি ? (আর একটু অগ্রসর হইয়া)...হ্যাঁ, হ্যাঁ, যোগীইত। যোগাসনে ব'সে নিমীলিত নেত্রে ভগবানের চরণ ধ্যান কর্‌ছেন।...এই যোগীবরকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, হয়ত অনেক কিছুর সন্ধান পাওয়া যাবে। ইনি কৃপা কর্‌লে আমায় লতাগুলি চিনিয়ে দিতেও পারবেন। সবই প্রভু রামচন্দ্রের কৃপা। দেখি এঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে। যোগীবর, প্রণাম করি।

(ভূমিষ্ঠ হইয়া যোগীবেশী কালনেমিকে প্রণাম করিলেন)

কালনেমি—(ধীরে-ধীরে চক্ষু মেলিয়া)—কে ?

হনুমান—প্রভু, আমি রামদাস হনুমান।...বড় বিপদে পড়ে আপনার শরণ নিয়েছি।

কালনেমি—তুমি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের দাস—পবননন্দন হনুমান ?

হনুমান—হঁ্যা, প্রভু।

কালনেমি—আহা-হা, রাম নাম কি মধুর! শুনে প্রাণ শীতল হ'য়ে গেলো।…বৎস হনুমান, আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তুমি ধন্য, ভগবান রামচন্দ্র তোমায় কৃপা করেছেন ; তুমি ধন্য!

হনুমান—প্রভু, আপনি অন্তর্য্যামী, তবু দাস আজ আপনার কাছে কিছু নিবেদন করতে এসেছে। ভগবান রামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনের জন্য ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং পত্নী সীতাদেবী সহ রাজ্যত্যাগ করে পঞ্চবটী বনে এসে বাস কর্‌ছিলেন। রক্ষোরাজ রাবণ যোগীর বেশে দেবী সীতাকে হরণ ক'রে এনে লঙ্কায় অশোকবনে রেখেছে। সীতার উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র বানররাজ সুগ্রীবকে সহায় করে, সমুদ্রতীরে এসে শিবির স্থাপন করেছেন। রাম-রাবণে তুমুল যুদ্ধ চল্‌ছে। আজ সন্ধ্যায় রাবণের শক্তিশেলের আঘাতে রামানুজ লক্ষ্মণ মৃতপ্রায় হয়ে প'ড়েছেন। তাঁর জীবন রক্ষার জন্য আমি বিশল্যকরণী, অস্থিসঞ্চারিণী, মৃতসঞ্জীবনী এবং সুবর্ণকরণী—এই চারটি লতা নিয়ে যেতে এখানে এসেছি। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে লতা নিয়ে ফির্‌তে পারলে, লক্ষ্মণ বেঁচে উঠ্‌বেন। নচেৎ তাঁর জীবনের আর কোন আশাই থাকবে না। কিন্তু অন্ধকারে

বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেও আমি কোন লতাই চিন্‌তে পারছি না।...আপনি যদি অনুগ্রহ করে এ ব্যাপারে আমায় একটু সাহায্য করেন, তাহ'লে—

কালনেমি—বৎস রামদাস, স্থির হও; আকুল হয়োনা। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কোন কাজ কর্‌তে পার্‌লে আমিও নিজেকে ধন্য মনে কর্‌বো। তাছাড়া, আমি ভাল করেই জানি, রাম, লক্ষ্মণ দুজনে এক আত্মা, এক প্রাণ।...লক্ষ্মণের বিচ্ছেদে রামের দেহেও প্রাণ থাকা অসম্ভব! দুরাত্মা রাবণ অনেক দিন হতেই বহু পাপাচার করে আস্‌ছে। তার পাপের ভরা এবার পূর্ণও হয়েছে! লক্ষ্মণ যদি বেঁচে উঠেন, তবে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে দুষ্ট রাবণের মৃত্যু অনিবার্য্য। জগৎ থেকে দুরাত্মার সংখ্যা যত লোপ পায়, বিধাতার সৃষ্টির পক্ষে ততই মঙ্গল। রাবণের ধ্বংস আমাদেরও পরম কাম্য। তুমি চিন্তিত হয়োনা বৎস! আমি তোমায় ঐ চারপ্রকার লতাই চিনিয়ে দেব। কিন্তু ঔষধ নিয়ে যাবার আগে তোমায় যে একটি কাজ কর্‌তে হবে বৎস!

হনুমান—কি কর্‌তে হবে প্রভু, আদেশ করুন। আপনি যেরূপ আদেশ কর্‌বেন, আমি সেইমত কাজ কর্‌তে প্রস্তুত আছি। বলুন, কি কর্‌তে হবে?

কালনেমি—আমার যোগাসনের পশ্চাদ্দেশে এক সুবৃহৎ সরোবর আছে। ঐ সরোবর দেবতাদের স্নানের জন্য—দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা নিজে প্রস্তুত করেছেন। ওর জল পরম পবিত্র। ঐ সরোবরের জলে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে ঔষধ আহরণ কর্‌তে হবে। নতুবা ঔষধে কোন কাজই সফল হবে না। সে যা' হোক, তুমি আগে স্নান ক'রে এসো। পরে আমি সমস্তই ঠিক করে দেব। তোমাকে আর খুঁজে খুঁজে ঘুরে বেড়াতে হবে না।

হনুমান—প্রভু, আপনি দয়াল। আপনি পরম যোগী মহাপুরুষ। আপনাকে কোটি কোটি নমস্কার। আপনি যে আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন, এই আমার পরম সৌভাগ্য। যা'হোক, আমি এক্ষুনি সরোবরে স্নান ক'রে ফিরে আস্‌ছি।

(প্রস্থান)

কালনেমি—অর্দ্ধ-লঙ্কা, অর্দ্ধ-লঙ্কা! ব্যাটা ঘরপোড়া হনুমানের ভক্তি কি অগাধ! যাক্, ও-যে এত সহজে আমার কথায় বিশ্বাস করে স্নান কর্‌তে ছুটবে, তা ভাব্‌তে পারিনি।···কপাল ফলেছে,—কপাল ফলেছে!···কালনেমি, আর তোর ভাবনা কি?···অর্দ্ধ লঙ্কা,—অর্থাৎ স্বর্ণলঙ্কার অর্দ্ধেক,—আর তোকে মারে কে? রাবণ,—চুলচেরা ভাগ

করে নেবো। কোন ওজর শুন্‌বো না।·· যে ভাগে সেরা-সেরা জিনিষ পড়্‌বে,—তাই আমার! ইস্,—আমার কি হাসিই না পাচ্ছে! ব্যাটা ঘরপোড়া ভক্তিতে গদ্‌গদ হয়ে সরোবরে স্নান কর্‌তে গেছে। জলে যেই নাম্‌বে, আর অম্‌নি ধর্‌বে কুমীরে,—তখনই চক্ষু হবে চড়কগাছ!··· উঃ, প্রথমটা কি ভয়ই না কর্‌ছিল!···পাছে হনুমান আমার ভণ্ডামি টের পেয়ে, বেশ কষে একটি চড় দিয়ে, আমার অর্দ্ধলঙ্কার সাধ মিটিয়ে দেয়, এই আশঙ্কায় বুকের ভেতর যেন কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল!···বাস্, এবার নিশ্চিন্ত!....এখন মনে মনে লঙ্কার অর্দ্ধেকের মধ্যে কত ধনরত্ন প্রভৃতি পড়্‌তে পারে,—তা' একবার হিসাব করে দেখি। রাবণ, পিছিয়োনা বাবা;—দেখো বাবা, আবার যেন চোখ্ রাঙিয়ে হাঁকিয়ে দিয়ো না।·· না, না, এত বড় উপকারের কথা তুমি অস্বীকার ক'র্‌তে পার্‌বে না।···পারলেও, আমি শুন্‌বো কেন?··· অর্দ্ধ লঙ্কা, অর্দ্ধ লঙ্কা! কাল সকালেই ভাগ করে নেবো।···কিন্তু হনুমানের আর্ত্তনাদ ত শোনা যাচ্ছে না? তবে কি এখনও জলে নামেনি?··· জলে নাম্‌লে ত আর নিস্তার নেই। কুমীরের বিশাল দন্তপাটীর চাপে—

(সহসা নেপথ্যে আকাশবাণী)

"হনুমান, হনুমান, তোমার হাতে নিহত হয়ে আজ আমার শাপমুক্তি ঘট্‌লো। আমি প্রকৃতই কুম্ভীর নই; আমি দেবতা।…দুর্ব্বাসার অভিশাপে কুম্ভীর হয়ে বহুদিনযাবৎ সরোবরে পড়েছিলাম। আজ সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত হ'য়ে আবার দেবলোকে চল্‌লাম। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ!…কিন্তু সাবধান, বৃক্ষমূলে যে যোগী বসে আছে,—ওকে বিশ্বাস করোনা। ও যোগী নয়। রাবণ-প্রেরিত রাক্ষস; নাম কালনেমি। রাবণের উপদেশে—আমার হাতে তোমার বিনাশ সাধনের জন্যই ও তোমায় সরোবরের জলে স্নান কর্‌তে পাঠিয়েছিল। সাবধান, খুব সাবধান! ওর ছলনায় ভুলো না।"

কালনেমি—(ভয়-চকিত ব্যাকুলভাবে) ..অঁ্যা—অঁ্যা এ কার কণ্ঠস্বর?…যতটা বুঝ্‌তে পার্‌লুম, তাতে মনে হচ্ছে,—হনুমান মরেনি; কে-যেন ওকে আমার ছলনায় না ভুলবার জন্যে সাবধান করে দিয়ে গেল।…অঁ্যা—অঁ্যা—তবে কি—তবে কি! —থাক্, আর ভেবে কাজ নেই বাবা! অর্দ্ধ লঙ্কা মাথায় থাক্। হনুমান যদি ঘুরে আসে,—ওরে বাপ্‌রে,—তাহলে তার একটি চড়ে আমাকে

বাপের নাম পর্য্যন্ত ভুলে যেতে হবে !···এইবেলা প্রাণটা নিয়ে কোনরকমে সরে পড়ি বাবা !

(পলায়নোদ্যত—সহসা হনুমান প্রবেশ করিয়া পথরোধ করিলেন।)

হনুমান—আর কোথায় পালাবে, যোগীবর ?···দাঁড়াও—দাঁড়াও, স্থির হয়ে দাঁড়াও। আজ তোমার চরম যোগ-সাধনার দিন।

কালনেমি—(ভয়ে থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) —দোহাই বাবা, হনুমান বাবা,—আমার কোন দোষ নেই বাবা ! রাবণ বাবা,—লোভ দেখিয়ে বাবা, আমায় পাঠিয়েছিল বাবা ! আমি আস্‌তে চাইনি বাবা,—তোমার নাম শুনেই বাবা, আমার পিলে বাবা চমকে গিয়েছিল বাবা ! রক্ষা কর, বাবা—অর্দ্ধলঙ্কা বাবা, ভীষণ লোভ বাবা ! আর কাজ নেই বাবা,—এখন প্রাণে প্রাণে ছেড়ে দাও বাবা !

হনুমান—চুপ কর্ ভণ্ড রাক্ষস। এক চপেটাঘাতে আজ তোর যত ভণ্ডামির শেষ কর্‌বো। (বলিয়াই কালনেমির কৃত্রিম গোঁফ দাড়ি টানিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার গালে এক ভীষণ চড় বসাইয়া দিলেন)

কালনেমি—(চড় খাইয়া সহসা উত্তেজিতভাবে) তবেরে ব্যাটা বানর, আজ আমিও তোকে ছাড়্‌বোনা। (স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া হনুমানকে দুইহাত দিয়া সজোরে জড়াইয়া ধরিল)।

হনুমান—দুরাচার ভণ্ড রাক্ষস! হনুমানের কাছে বল প্রকাশ! (বলিয়াই প্রচণ্ড লম্ফ দিয়া নিজকে মুক্ত করিয়া কালনেমির টুঁটি চাপিয়া ধরিলেন)—আজ তোর সর্ব্ব-অঙ্গ চূর্ণ ক'রে তোকে একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত করবো; তারপর সেই মাংসপিণ্ড এমন জোরে ছুড়্‌বো যে—একেবারে লঙ্কায় রাবণের কাছে গিয়ে পড়্‌বে। (বলিতে বলিতে অজস্র চড়, চাপড়, ঘুষি, কিল প্রভৃতিতে কালনেমিকে একেবারে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িলেন)

কালনেমি—(ক্ষীণ আর্ত্তস্বরে)···গেলাম বাবা,—আর না—আর না—রক্ষা কর—রক্ষা কর।

হনুমান—এই করি।

(প্রবল জোরে কালনেমিকে পর্ব্বতের উপর আছড়াইয়া ফেলিলেন)

কালনেমি—উঃ! (মৃত্যু)

হনুমান—হ'য়েছে ভণ্ড! রামদাস হনুমানকে চিনিস্‌না। (কালনেমির মৃত দেহ কুড়াইয়া লইয়া সজোরে—

লঙ্কার অভিমুখে ছুড়িয়া দিলেন)···যাক্, আপদ ত গেল ; এখন লতা আহরণের কি করি ? আর ত অপেক্ষা করা যায় না। রাত্রি দ্বিতীয় যাম অতিক্রম ক'রে তৃতীয় যামে পড়েছে। অথচ—(একটু চিন্তা)···ঠিক্ ঠিক্, গোটা গন্ধমাদন পর্ব্বতকেই উপড়িয়ে—মাথায় করে নিয়ে যাই! সুষেণ নিজে ঔষধ চিনে নেবেন। (আবার একটু চিন্তা) আচ্ছা, তার চেয়ে···যদি পর্ব্বতের ওপর যত বৃক্ষ-গুল্ম-লতা আছে,—সমস্তই উপড়িয়ে নিয়ে যাই,—তাহলে কেমন হয় ?—মন্দ হবে না নিশ্চয়। ভার যত কম হবে,—পৌঁছতেও পার্‌বো তত শীগ্‌গির। অথচ যত গাছপালা আছে সব উপড়িয়ে নিয়ে গেলে,—তার মধ্যে ঐ চারজাত লতাও থাকবে। হুঁ ; সেই ভাল।··· ভেবে ভেবে আর সময়ক্ষেপ কর্‌লে চল্‌বে না।··· জয় রাম ! জয় রাম ! জয় রাম !

(বিদ্যুৎগতিতে বৃক্ষলতা গুল্ম প্রভৃতি উপড়াইতে আরম্ভ করিলেন।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদ-তোরণ

(রাবণ স্থিরনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া
আপন মনে বলিতেছিলেন—)

রাবণ—রাত্রির তৃতীয় যাম হ'লো প্রায় শেষ।
কই, এখনো ত কালনেমি
আসিল না ফিরিয়া লঙ্কায় ?
…কি হইল ?…উদ্দেশ্য কি হ'য়েছে সফল ?
কিছু না বুঝিতে পারি।
আশা-নিরাশায় দোলে হৃদয় আমার !
যতক্ষণ, না পাই সংবাদ,
পড়িয়াছে হনুমান কুম্ভীরের গ্রাসে ;
ততক্ষণ—

(সহসা কি একটা ধপ্ করিয়া রাবণের পায়ের কাছে পড়িল ; রাবণ চমকিয়া উঠিয়া)

এ-কি ? ‥কি পড়িল হেথা ?…
মাংসপিণ্ড সম হয় বোধ।
কোথা হ'তে পড়িল এভাবে ?
প্রতিহারী—প্রতিহারী !

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

রাবণ—কিবা ইহা দেখ ত্বরা করি।

প্রতিহারী—(তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিয়া) মহারাজ !

মাংসপিণ্ড ইহা, করি অনুমান।

পিষ্ট ও দলিত যেন সারা দেহ কার !

কিন্তু কার ঠিক্, না পারি বুঝিতে ;—

রাক্ষসের—অথবা নরের—কিম্বা বানরের ?

তাহা নাহি কহিবারে পারি।

রাবণ—দেখ, দেখ ভাল করে।

প্রতিহারী—(আবার দেখিয়া) রক্ষোরাজ, রক্ষোরাজ !

অনুমান হয় মোর,—

রাক্ষসের দেহ ইহা,—হাঁ, হাঁ, ঠিক, ঠিক,

মহারাজ !...এ যে কালনেমি !

রাবণ—(আতঙ্কে)...কালনেমি !

প্রতিহারী—হাঁ, কালনেমি।

রাবণ—ওঃ, এই হ'লো পরিণাম !

কূট বুদ্ধি ব্যর্থ হ'লো মোর।

সুনিশ্চয় কালনেমি,—

মরিয়াছে হনুমান-করে।

পিষ্ট ও দলিত করি দেহ খানা তার

করিয়াছে হনুমান নিক্ষিপ্ত লঙ্কায় !

অদৃষ্টে আমার

বিপরীত ফল হ'লো লাভ।
কে জানিত,
শত্রু মোর হবে শেষে নর ও বানর,
তাহাদের করে মোর
দিনে দিনে হবে ঘোর অপার লাঞ্ছনা!
মরিয়াছে কালনেমি,—
রামানুজ নিশ্চয় বাঁচিবে।
কি ভীষণ—অরি মোর
মরিয়া না মরে!

(প্রস্থান)

প্রতিহারী—কালনেমি, কালনেমি! হায়, হায়, বেঘোরে গিয়ে প্রাণটা হারালে বাপু! হনুমান একেবারে তোমার চেহারা বদলে ছেড়ে দিলে! কোথায় পা, কোথায় হাত, কোথায় নাক, কোথায় কান, তা যেন আর বোঝাই যায় না।···না, হনুমানের রসজ্ঞান আছে বটে! একেবারে নাস্তানাবুদ করে তাল পাকিয়ে, ঠিক রাবণের সম্মুখেই ছুড়ে ফেলেছে! শক্তি বটে! কোথায় গন্ধমাদন—আর কোথায় লঙ্কা! হনুমান, তোমায় সাবাস্ দিই। কিন্তু কালনেমি, নেহাত লোভে পড়েই প্রাণটা হারালে বাবা! (গান ধরিল)

গীত

তালপাকানো কালনেমি গো
বারেক ফিরে চাও।
দড়ি ধরে লঙ্কাপুরের
বখরা নিয়ে যাও॥
ঘরপোড়া সে হতচ্ছাড়া
নেইকো হেথা, দাও গো সাড়া,
কোথায় তোমার নাক, কোথা কান
বুঝ্‌তে নারি তা'ও॥

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাম-শিবির

লক্ষ্মণের মৃতপ্রায় দেহের চারিপার্শ্বে রাম, বিভীষণ, অঙ্গদ, সুষেণ, সুগ্রীব প্রভৃতি উপবিষ্ট। সকলের মুখেই চিন্তার সুস্পষ্ট রেখা! ও-দিকে আকাশের পূর্ব্বদিক ক্রমশঃই ফরসা হইয়া আসিতেছে।

রাম—কই, এখনো ত হনুমান আসিল না ফিরি?
রাত্রি প্রায় শেষ হ'য়ে আসে—
পূর্ব্বাকাশে দেখা যায় উষার আভাস।
আরো কিছুক্ষণ যদি
নাহি ফেরে পবননন্দন;
আশা ও ভরসা সব হইবে বিলীন।

প্রাণের অধিক প্রিয় লক্ষ্মণ তাহলে—
নিমীলিত চক্ষু হায় আর খুলিবেনা !
কি বা হলো ;—কি করিল হনুমান,
পড়িল কি বিপদে কোথাও ?
পলে পলে শুষ্ক হয় প্রাণ,—
পূর্ব্বাকাশে যত হয় আলোর বিকাশ,
প্রাণের মাঝারে মোর
জমে ওঠে অন্ধকার ততই ভীষণ !
মিত্র বিভীষণ, সুগ্রীব, সুষেণ !
পরিণাম কি হইবে না পাই ভাবিয়া।
ভাগ্যে মোর কিবা আছে বুঝিতে না পারি।

বিভীষণ—রঘুপতি,
স্থির কর মতি ;
দায়িত্ব লয়েছে শিরে বীর হনুমান ;
প্রাণপণ করিবে সে কার্য্যোদ্ধার হেতু।
কপিদলে তার সম শক্তিমান্,
দুঃসাহসী, তেজস্বী, নির্ভীক,—
তার সম রামকার্য্যে সদা আত্মহারা,—
আমি আর দেখি নাই কা'রে।
এখনও বিলম্ব আছে সূর্য্যোদয় হতে ;
আমার বিশ্বাস,—
যথাকালে হনুমান কার্য্যোদ্ধার করি,—
শিবিরেতে নিশ্চয় ফিরিবে।

সুষেণ—আমারও গভীর আস্থা আছে তার 'পরে।

যে কার্য্যের ভার তারে করেছি অর্পণ,
সম্পন্ন করিতে তাহা,
যোগ্য শক্তি একমাত্র তারই দেহে আছে !
পারে যদি সেই তা পারিবে।
কিন্তু যদি কোনক্রমে বিফল সে হয়,—
আশঙ্কার বিষয় নিশ্চয় !
সূর্য্যোদয় হ'লে,—
লক্ষ্মণের প্রাণবায়ু থাকিবে না আর !
তাই যত পূর্ব্বাকাশে আঁধার টুটিছে,
নিরাশার ভয় তত বাড়িছে হৃদয়ে !

সুগ্রীব—লক্ষ্মণ পড়েছে রণে ;

বিষাদে ডুবেছে তাই রামের শিবির।
ও-দিকে লঙ্কার মাঝে,
রাক্ষসের জয়োল্লাসে কাঁপিছে আকাশ।
উঠিয়া বসিলে পুনঃ ঠাকুর লক্ষ্মণ,—
রাক্ষসের জয়নাদ—
ডুবাইয়া দেব মোরা 'রাম-জয়-নাদে ?'
না-জানি সে কতক্ষণে
সে শুভ সময় পুনঃ আসিবে মোদের।
বৎস অঙ্গদ,—
দেখ দেখি কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে,—

দৃষ্টি তব প্রসারিত করি,—
শূন্য পথে হনুমানে যদি দেখা যায়।

বিভীষণ—না, না, কাজ নাই অঙ্গদের গিয়ে ;
অধৈর্য্য না হয়ে সবে দেখ কিছুক্ষণ।

(সহসা আকাশ-মার্গে "জয় রাম, জয় রাম" শব্দ উত্থিত হইল।)

সুগ্রীব—ঐ-ঐ—
হনুমান করে বুঝি রাম-জয়-নাদ।

(আকাশ-মার্গে পুনরায়—"জয় রাম" শব্দ)

বিভীষণ—নিশ্চয়—নিশ্চয় !
কণ্ঠ-স্বর স্পষ্ট বোঝা যায়।
নিশ্চয় সে ফিরিয়াছে কার্য্যোদ্ধার করি।
নাহি ভয়—আর নাহি ভয়,—
আবার মেলিবে চক্ষু ঠাকুর লক্ষ্মণ।

রাম—(প্রসারিত দৃষ্টিতে শূন্যের দিকে চাহিয়া)
শূন্যমার্গে কার যেন ছায়া দেখা যায়।
কিন্তু কার ছায়া,—অথবা কিসের,—
তাহা ঠিক বোঝা নাহি যায়।

(সহসা হনুমান—"জয় রাম জয় রাম" শব্দ করিতে করিতে—মাথায় এক পর্ব্বত প্রমাণ বোঝা লইয়া প্রবেশ করিলেন।)

রাম—কে ? কে ? বৎস হনুমান্ !

হনুমান—হাঁ—প্রভু !

সকলে—হনুমান ! হনুমান ! ফিরেছ ?

হনুমান—প্রভুর আশীর্ব্বাদে—

সুষেণ—(ব্যস্ততার সহিত)—চার প্রকার লতাই পেয়েছ, হনুমান্ ?

হনুমান—কোন লতাই আমি চিন্‌তে পারিনি সুষেণ !

(হনুমান মাথা হইতে বোঝা নামাইতে নামাইতে)

তাই সমগ্র গন্ধমাদন পর্ব্বতের ওপর যত বৃক্ষ-লতা-গুল্ম প্রভৃতি ছিল, সব নিয়ে এসেছি। এর মধ্যে নিশ্চয়ই ঐ চার প্রকার লতাও আছে। তুমি বেছে নাও।

সুষেণ—ধন্য, ধন্য হনুমান্ ! ধন্য তোমার শক্তি ও সাহস। আচ্ছা, আমি খুঁজে দেখি।

বিভীষণ—হনুমান, তোমার এই অসাধারণ বীরত্বের তুলনা নাই। তোমার বুদ্ধি-চাতুর্য্যও অলৌকিক।

সুষেণ—আছে, আছে। এর মধ্যে বিশল্যকরণী, অস্থি-সঞ্চারিণী, মৃতসঞ্জীবনী, সুবর্ণকরণী,—এই চারপ্রকার লতাই আছে। এদিকে সূর্য্যোদয়ের এখনও কিছু বিলম্ব আছে। লক্ষ্মণের প্রাণের জন্য আর কোন চিন্তা নাই।

রাম—(উচ্ছ্বসিত আনন্দে হনুমানকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া)···বৎস হনুমান,—তোমার এ ঋণ অপরিশোধ্য! আমার কাছে লক্ষ্মণে ও তোমাতে কোন প্রভেদ নেই। লক্ষ্মণের জীবনের জন্য আমি তোমার নিকট চিরঋণী থাকবো। যেখানে আমার নাম উঠ্‌বে, সেখানে তোমার কীর্ত্তিও প্রচারিত হ'বে।

হনুমান—প্রভু, দাসকে আর অপরাধী কর্‌বেন না। প্রভু-কার্য্য সম্পন্ন করে আমি যে আমার কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে পেরেছি, এই আমার পরম সৌভাগ্য!

সুষেণ—আমি ঠাকুর লক্ষ্মণের দেহে ঔষধ প্রয়োগ কর্‌ছি। আপনারা সকলে একবার বলুন,—"জয় ভগবান্ ধন্বন্তরীর জয়।"

সকলে—জয় ভগবান্ ধন্বন্তরীর জয়!

সুষেণ—(লক্ষ্মণের নাকের নিকট ঔষধ ধরিয়া) জয় ভগবান্ ধন্বন্তরী!

লক্ষ্মণ—(ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিলেন)—অ্যাঁ, আমি কোথায়? এতক্ষণ কি ঘুমিয়েছিলাম?

সকলে—(বিপুল আনন্দে) এই-যে, এই-যে, লক্ষ্মণ চোখ মেলেছেন; কথা ব'লছেন। জয় ভগবান ধন্বন্তরী, জয় ভগবান ধন্বন্তরী!

রাম—(গাঢ় কণ্ঠে)—লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ—দাদা, দাদা !

রাম—ভাই, ভাই ! প্রাণাধিক !

(লক্ষ্মণকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন ও কাঁদিয়া ফেলিলেন।)

অন্যান্য সকলে—"জয় রাম ! জয় লক্ষ্মণ !!"—শব্দে বারম্বার চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিল।

—যবনিকা—